সোরাব্ ও রুস্তম্।

(অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদিত।)

শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২৫।

 মূল্য চারি আনা।

প্রকাশক,

সাহিত্য বিস্তার সমিতি।

৩৮নং নন্দলাল দে ষ্ট্রিট, বরাহনগর, কলিকা

কলিকাতা,

বরাহনগর, ৩৮নং নন্দলাল দে ষ্ট্রীট

"প্রতিবাসী"-প্রেস হইতে

এস, সি, মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

স্বধর্ম্ম-নিরত, সাহিত্যানুরাগী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোল্লা এনামল হকের করকমলে আমার "সোরাব্ ও রস্তম্" পুস্তক খানি প্রীতি সহকারে প্রদান করিলাম।

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ

প্রসিদ্ধ পারসিক কবি ফারদুসির "সাহনামা" পুস্তক হইতে আমরা অবগত হই যে, রস্তমের পূর্ব্ব পুরুষগণ আফগানিস্থানের অন্তর্গত জুবিলিস্থানের শাসক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা প্রভৃতি সকলেই পারস্যরাজের ভক্ত ছিলেন। পারস্য-রাজ ফেরিডন অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, রস্তম্ তাঁহার পিতা জালের * উপদেশ অনুসারে ফেরিডনের কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কৈকবাদকে এলবর্জ্জ হইতে আনাইয়া পারস্যের সিংহাসনে বসাইয়া দেন। এ নিমিত্ত কৈকবাদ, জাল ও রস্তম্‌কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কিন্তু কৈকবাদের মৃত্যুর পর যুবক কৈকাস রাজা হইয়া রস্তমের প্রতি তদ্রূপ

---

* এইরূপ কিম্বদন্তি আছে যে জাল শুভ্রকেশসহ জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত বালকের শুভ্রকেশ অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া তাঁহাকে কোন নিভৃত পর্ব্বতে পরিত্যাগ করা হয়। গ্রিফিন, গৃধ্র বিশেষ, সেই অসহায় শিশুকে রক্ষা ও লালন পালন করিয়াছিল।

সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। ইহা সত্বেও ফেরিডন-বংশের প্রতি শ্রদ্ধা হেতু রস্তম্ রাজাকে তিন বার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কথিত আছে একদা রস্তম্ কোন অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়ার পর বিশ্রামকালে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয় অশ্ব রুক্ষ নিকটে চরিতে ছিল। নিদ্রাকালে একদল ভ্রমণকারী তাতার রুক্ষকে লইয়া যায়। নিদ্রাবসানে রস্তম্ রুক্ষকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া অশ্বের পদচিহ্ন অনুসরণপূর্ব্বক আদের-বিজান প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। আদের-বিজানের অধিপতি, বীর রস্তম্কে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার কন্যা তামিনার সহিত রস্তমের বিবাহ দিলেন। কিয়ৎ-কাল তথায় সুখে বাস করিবার পর রস্তম্ গর্ভবতী তামিনাকে একটি মাদুলী প্রদানপূর্ব্বক পুত্র হইলে ইহা উহার হস্তে এবং কন্যা হইলে উহার মস্তকের কেশে ধারণ করাইবে, এই আদেশ প্রদানপূর্ব্বক আদের-বিজান পরিত্যাগ করিলেন। কালক্রমে তামিনার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পাছে স্বামী তাঁহার পুত্রকে লইয়া যান এই ভয়ে তামিনা রস্তমের

নিকট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে সংবাদ পাঠাইলেন। কন্যা হইয়াছে অবগত হইয়া রস্তম্ মনে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন এবং তদবধি তামিনা বা তথা-কথিত কন্যার কোন সংবাদ লইলেন না।

ক্রমে ক্রমে রস্তম্-পুত্র সোরাব্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বাল্যকালেই সে অতিশয় বলশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। মাতার নিকটে পিতার নাম ও তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বালক সোরাব্ কল্পনা করিল যে পারস্য-রাজ কৈকাস ও তাতার-অধিপতি আফ্রেসাবকে পরাভূত করিয়া পিতাকে পারস্য ও তাতারের অধিপতি করিবে।

এদিকে তাতারাধিপতি আফ্রেসাব প্রভৃত বলশালী সোরাবের বিষয় অবগত হইয়া, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিবার মানসে সোরাব্‌কে বহু সৈন্য ও অর্থ দিয়া স্বীয় শত্রু পারস্যরাজ ও রস্তমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যেন কোনরূপে সোরাবের সহিত রস্তমের পরিচয় না হয়।

পারস্যের যুবক নৃপতি কৈকাস, সোরাব্ যুদ্ধ করিতে আসিতেছে অবগত হইয়া, অত্যন্ত ভীত

হইলেন এবং সাহায্যের জন্য রস্তমের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত রস্তম নানাপ্রকার উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অষ্টাহ অতীত হইবার পর রস্তম্ রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাজা রস্তমের বিলম্ব আগমনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করা দূরে থাকুক বরং অবমাননা করিলেন এবং তাঁহাকে শূলে দেওয়া হইবে এই আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্রেই রস্তম্ স্বীয় অশ্বে আরোহণ এবং রাজাকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ঘটনায় রাজপক্ষীয়েরা অত্যন্ত ভীত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা পরামর্শপূর্ব্বক চতুর সেনানী গুডুরুজকে রস্তম্ সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। তিনি অনেক তর্ক বিতর্কের পর, রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রস্তম্‌কে সম্মত করাইলেন।

ইতোমধ্যে সোরাব্ হুজির নামক পারস্যের এক সেনাপতিকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়াছিল। একদিন উক্ত বন্দী সেনাপতিকে এক অত্যুচ্চ স্থান হইতে পারস্যের কোন্ সেনাপতির কোন্ শিবির তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে কহিলে, হুজির রস্তম্ ব্যতীত সকল

সেনাপতির নাম ও তাঁহাদিগের প্রত্যেকের চিহ্নিত শিবির দেখাইয়া দিলেন। পাছে সোরাব্ রস্তমের নাম ও সন্ধান পাইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে এই আশঙ্কায় তিনি রস্তমের নাম উল্লেখ করিলেন না। পরে সোরাব্ দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিমিত্ত পারস্যের প্রধান বীরকে আহ্বান করিলে, রস্তম্ পারস্যরাজের পক্ষ হইয়া সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

সোরাবের সহিত রস্তমের তিন দিবস দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম দিন কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু রস্তম্ মস্তকে প্রবল আঘাত পাইয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধেও রস্তম্ ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। এই অবসরে সোরাব্ রস্তমের মস্তক ছেদন করিতে পারিত, কিন্তু রস্তম্ বলিলেন আমাদের দেশের নিয়ম এই প্রথম বার পতিত শত্রুকে বিনাশ করে না। সোরাব্ সেই নিয়ম মান্য করিল। তৃতীয় দিন দিবস-ব্যাপী যুদ্ধ হয়। অবশেষে রস্তম্ সোরাব্‌কে শূলদ্বারা বিদ্ধ করেন। সেই শূলাঘাতেই সোরাবের প্রাণত্যাগ ঘটে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার সহিত আর-নল্ডের বর্ণিত বিষয়ের পার্থক্য পাঠকগণ অবশ্যই

সোরাব্ ও রস্তম্।

নিদাঘের রবিকরে পামীর তুষার
দ্রবি যেই নিম্ন সমতল অক্ষ-তীর
করয়ে প্লাবিত, তথা মধুচক্র মত
কাল বস্ত্রাবাসগুলি হয়েছে প্রোথিত।
অতিক্রমি সেইগুলি উপনীত বীর
ক্ষুদ্র গিরিপার্শ্বে, প্লাবনের প্রান্ত-দেশে,
তীর হ'তে অল্প দূরে, গ্রীষ্ম-তীর-ঘাটে।

পুরাকালে লোকে সেই ক্ষুদ্র গিরি'পরে,
মৃত্তিকার দুর্গ সব করিত নির্ম্মাণ,
শোভে তা'রা তদুপরি মুকুটের মত ;
বিনষ্ট সে দুর্গ এবে, তথায় তাতার-
গণ করেছে নির্ম্মাণ পিরাণের পট-
বাস, কাষ্ঠের গম্বুজ, কম্বলে আবৃত।
তারপর অতিক্রমি শিবির-সাগর
সোরাব্ পৌঁছিল গিয়া পিরাণের দ্বারে।
ধীরে ধীরে প্রবেশি ভিতরে, দাঁড়াইল
বীর গিয়া প্রসারিত কার্পেট উপরে ;
নিরখিল, প্রাচীন পিরাণ স্বীয় লোম-
আস্তরণে রয়েছে নিদ্রিত, পার্শ্বে অস্ত্র
শস্ত্র ; বৃদ্ধের তরল নিদ্রা, জাগরিল

সোরাবের ক্ষীণ পদ-ক্ষেপ প্রবেশিলে
কাণে ; ভুজে ভর দিয়া অর্দ্ধোত্থিত হ'য়ে,
জিজ্ঞাসিল বৃদ্ধ, কে তুমি এ ঊষাকালে ?
কি সংবাদ ? শত্রু-পক্ষ করেনিত অত-
র্কিত নিশা আক্রমণ তাতার-শিবির ?
অগ্রসরি শয্যাপার্শ্বে কহিলা সোরাব্,
সেনাপতি মহাশয়, আসিয়াছি আমি,
অরুণ উদয়াচলে উঠেনি এখন,
নিদ্রাগত অরিদল, সমস্ত রজনী
জাগরিত থাকি, করিয়াছি ছট্‌ফট্,
উপনীত এবে আমি আপনার পাশ ;
যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রাজার আদেশ
ছিল, ল'তে উপদেশ তব কাছে পিতৃ
জ্ঞান করি, তাই আমি এসেছি হেথায়,
নিবেদিতে তব পাশে হৃদয়-বাসনা।
জানেন আপনি, আসি আদ্রবাজি হ'তে,
প্রবেশিয়া তাতারের দলে ধরি অস্ত্র,
করিয়াছি যথোচিত নৃপতির সেবা।
বাল্যে দেখাইনু আমি যুবার বিক্রম।
ইহাও জানেন বহিয়াছি যবে তাতা-

ৱের বিজয়-কেতন দেশ দেশান্তরে
পরাজিয়া প্রতিযুদ্ধে পারসীক দলে,
অন্বেষণ করি এক জনে, এক জনে,
মাত্র এক জনে, রুস্তম্ জনক মম।
আশা ছিল এক দিন পিতৃদেব মোর,
সুযোধিত রণক্ষেত্রে সম্ভাষিবে তাঁ'র
সুপ্রতিষ্ঠ, উপযুক্ত প্রিয় তনয়েরে ;
এত দিন পোষি আশা, কিন্তু পাই নাই
তাঁ'রে, তাই সেনাপতি নিবেদি এক্ষণে,
পূরণ করুন শুনি প্রার্থনা আমার ;
উভয় পক্ষের সৈন্য লভুক বিশ্রাম
আজি, কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানিব আমি
পারস্যের বীরচূড়ামণি, জয়ী হ'লে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে পিতা মোর শুনিবে নিশ্চয়,
পরাজিত হ'লে, নির্ম্মূলিত হবে আশা
জীবনের সাথে ; মৃতের কি আশা থাকে
আত্মীয় বান্ধবে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যশঃ ত্বরা
হয় বিঘোষিত, সামান্য সমরে কত
শত শত বীর মরে কে করে গণন।
যশঃ ভাগ্যে মিলেনা তাদের। তেঁই কহি

সেনাপতি অনুমতি দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে ।
  শুনি সোরাবের সেই আকুল প্রার্থনা.
দীর্ঘশ্বাস ফেলি, ল'য়ে যুবকের কর
নিজ করে, কহিলা বৃদ্ধ সস্নেহ বচনে,
হে বৎস সোরাব্ ! উদ্বিগ্ন হৃদয় তব ;
তাতারের নেতৃদলে পারনা থাকিতে—
তা'রা তোরে ভালবাসে—লভিতে ভাগ্যের
ফল, সাধারণ যুদ্ধে তাহাদের সনে ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিঘ্ন বেশী বৎস ! কেন তাতে
করেছ মনন অন্বেষিতে পিতৃদেবে
হের নাই কভু যা'রে নয়নে তোমার !
পরিতুষ্ট হ'য়ে থাক আমাদের সাথে
সমর সময়ে বৎস, তাতার-শিবিরে ;
শান্তিকালে আফ্রেসিয়া নগরে নগরে,
ইহাই উত্তম যুক্তি আমার বিচারে ।
একান্ত বাসনা যদি হয়ে থাকে তব
অন্বেষিতে পূজ্য পিতৃদেবে, যুদ্ধে নহে,
শান্তিপথে কর অন্বেষণ ; অনাহত
পুত্র যেন পিতৃক্রোড়ে হয় উপস্থিত ।
  বৎস ! শুন এক কথা, পিতা তব

অরি-দলসহ নাহি করে অবস্থিতি,
অন্বেষণ কর তা'রে দূর দেশে এবে ;
আমার যৌবন কালে, হেরেছি রুস্তমে
অগ্রসর হ'তে প্রতি যুদ্ধে, নাহি সেই
কাল ; এবে তিনি নিবসেন নিজ গৃহে
বৃদ্ধ পিতা জাল সহ সিস্তান নগরে।
প্রবল বিক্রম তাঁ'র অনুভবি এবে
বার্দ্ধক্যের পরিহার্য্য ঘৃণ্য আগমন.
অথবা বিবাদ করি নৃপতির সনে.
গেছে চলি নিজ দেশে করিতে বিশ্রাম
যাও তথা ; পরিহর তোমার প্রার্থনা,
আনন্দে প্রেরিব তোমা এই স্থান হ'তে
একান্তই দ্বন্দ্বযুদ্ধে কর়হ নির্ভর,
অবশ্যই মত দিতে হইবে আমার ;
কিন্তু বৎস ! কহিছে হৃদয় মোর,
বিপদ অথবা মৃত্যু ঘেরিয়াছে তোরে
আজি এই রণ স্থলে। তাতারের পক্ষ
ত্যজি করিলে গমন, ক্ষতি আছে তায়,
কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ হইবে মোর,
যদি তুমি নিরাপদে পাও পিতৃদে[illegible]

দ্বন্দ্বযুদ্ধ অভিলাষ করি পরিত্যাগ।
সোরাবের মনোভাব বুঝিয়া আবার,
কহিতে লাগিলা বৃদ্ধ পিরাণ তখন,
কেবা নিবারিবে হায়, রুস্তম্-তনয়ে
দ্বন্দ্বযুদ্ধ হ'তে যথা কেশরী-কিশোরে
বিমুখিতে নারে শিকার উন্মুখ যবে।
যাও বৎস! দিনু অনুমতি, পুরা'ব
বাসনা তব। এই বলি দিল ছাড়ি
সোরাবের হাত; লোম-শয্যা পরিহরি,
শীতার্ত্ত শরীরে দিল উর্ণা-আঙরাখা,
পদযুগে বাঁধি চটি জুতা, রাখি শির'-
পরে সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ মেষচর্ম্ম
বিনির্ম্মিত কারকেল টুপী, দেহখানি
আচ্ছাদিল শ্বেত প্রাবরণে। শিবিরের
যবনিকা তুলি বাহিরিল বৃদ্ধ ল'য়ে
সব্য করে রাজ-দণ্ড, সঙ্গে অগ্রদূত।

উদিত আদিত্য এবে, অক্ষ নদী'পরে
কুহেলিকা গেছে মিশে আকাশের গায়;
কার্ত্তিকের হিমানী প্রভাতে, লম্বগ্রীব
সারসেরা আরাল-সঙ্গম হ'তে শ্রেণী

৭

সোরাব্ ও রস্তম্।

বন্ধ ধায় যথা পারস্যের উপকূলে,
সেই মত তাতারের অশ্বারোহীগণ,
দলে দলে বাহিরিয়া প্রবাহের মত
কাল বস্ত্রাবাস হতে, উন্মুক্ত প্রান্তরে
উপনীত, দ্বিতীয় সেনানী, পিরাণের
অধস্তন, যুবা বীর হামান-আজ্ঞায়।
প্রথমে আসিল রাজরক্ষি সৈন্য অক্ষ-
কূল-বাসী, দীর্ঘ-দেহী, উচ্চ অশ্বোপরি,
মেষচর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ, হস্তে ল'য়ে ভল্ল,
করে তা'রা পান অশ্ব-দুগ্ধ-জাত সুরা।
পরে আসি দেখা দিল পরিমিতাচারী
তাতারের দল, লঘু-দেহ-ধারী, দ্রুতগামী
অশ্বোপরি, উগ্র উষ্ট্র-দুগ্ধ, আর কূপো-
দকে করে থাকে তা'রা পিপাসার শান্তি
তারপর অশ্বসাদী যাযাবর দল,
রাজ অনুগত তা'রা ছিলনা তেমন,
উহাদের মধ্যে ছিল যক্ষ-তীরবাসী
স্বল্প-শ্মশ্রু-ধারী, করোটিয়া টুপী মাথে
ফারগানগণ আর কিপচকবাসী
কামক, কুজক জাতি ভ্রমে মরুদেশে.

কিরজিক জাতি আরোহিয়া পামীরের
টাটুঘোড়া, উপনীত উন্মুক্ত সৈকতে।
অন্যদিকে পারসিক পক্ষে লঘু অস্ত্রে
সুসজ্জিত খোরাসানবাসী অশ্বসাদী,
আকারে প্রকারে তা'রা তাতারের মত ;
পশ্চাতে তা'দের, রাজসৈন্য, সাদী, পদা-
তিক, সুসজ্জিত অয়স্-মণ্ডিত বর্ম্মে।
অতিক্রমি তাতারের অশ্বারোহী দল,
নিবর্ত্তিয়া রাজ-দণ্ডে সম্মুখের সেনা,
অগ্রদূতসহ পিরাণ আসিল তথা।
পিরাণের কার্য্যাবলী দেখি, পারস্যের
সেনাপতি শূলপাণী ফিরূদ সুমতি
নিবারিলা নিজ দলে অগ্রসর হ'তে।
দাঁড়াইয়া দুই নীরব বাহিনী মাঝে,
কহিলা সম্ভাষি উচ্চে প্রাচীন পিরাণ,
শুনহ ফিরূদ আর শুন সৈন্যগণ,
আজিকার মত যুদ্ধ হউক স্থগিত,
পারস্যের মধ্য হ'তে কর নির্ব্বাচন
এক বীর-চূড়ামণি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি-
বারে, তাতারের বীর সোরাবের সনে।

শস্যের মঞ্জরী যথা শারদ প্রভাতে
শোভি মুক্তাফল মত শিশির নিচয়ে,
আনন্দে কম্পিত হয় তা'দের হৃদয়,
তথা শুনি পিরাণের বাণী, তাতারের
সৈন্যমাঝে, বহিল আনন্দ স্রোত, অনু-
ভবি আশা, গর্ব্ব, প্রিয় সোরাবের তরে।

কাবুলের ব্যবসায়িদল হিন্দুকুশ
অতিক্রম কালে—চূড়া যার চুম্বিছে
অম্বর, দুগ্ধনিভ তুহিনে আবৃত—
বায়ুর তারল্য হেতু বদ্ধ শ্বাস হ'য়ে
যথা প্রাণ ত্যজে পক্ষিকুল, রোধে শ্বাস,
ক্ষণমাত্র নাহি অবসর ভিজাইতে
শুষ্ককণ্ঠ, শর্করা মিশ্রিত ভূতফলে,
পাছে নিশ্বাসের বেগে, স্খলিত তুষার-
স্তূপ মৃত্যু সংঘটন করে, সেইরূপ
মলিন পারস্য-সৈন্য, শুনি বৃদ্ধ পিরা-
ণের বাণী, আশঙ্কায় রোধিল নিশ্বাস।

গুডুরুজ, জোবহারা, ফেরাবুর্জ আদি
সহযোগী নেতৃবৃন্দ পরামর্শ তরে,
ফিরুদ সমীপে তাঁ'রা করিল গমন।

সেনাপতি গুডুরুজ কহিতে লাগিলা,
শরম করিছে বাধ্য করিতে গ্রহণ
তাতারের 'যুদ্ধং দেহি' নিমন্ত্রণ বাক্য।
হায়! সিংহসম পরাক্রম, ক্ষিপ্রগতি
বনমৃগ মত যুবক সোরাব্ সনে,
যুদ্ধ করে হেন বীর নাহি একজন
আমাদের দলে। কিন্তু গত নিশাযোগে
এসেছে রস্তম্ হেথা, কুপিত মোদের
প্রতি, তাই আছে দূরে স্বতন্ত্র শিবিরে,
অন্বেষিয়া তা'রে, শুনাব শ্রবণে তা'র,
যুদ্ধ নিমন্ত্রণ আর যুবকের নাম।
শুনিলে এসব কথা হ'তে পারে তা'র
ক্রোধ অপনীত পারস্যের প্রতি, আর
যুদ্ধও করিতে পারে সোরাবের সনে।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল হেথা, চলিলাম আমি,
গ্রহণ করহ তুমি যুদ্ধ নিমন্ত্রণ।

এতেক কহিয়া বীর গেলা রস্তমের
অন্বেষণে। কহে উচ্চে সুমতি ফিরুদ,
তাই হ'ক প্রাচীন পিরাণ, যুদ্ধ-সাজে
সাজুক সোরাব্, প্রতিদ্বন্দ্বী দিব তা'র।

শুনি ফিরূদের বাণী, ফিরিল পিরাণ,
অশ্বসাদী মধ্য দিয়া আপন শিবিরে।
প্রধাবিয়া গুডুরুজ চিন্তান্বিত সৈন্য
মধ্য দিয়া, অতিক্রমি শিবির-সাগর,
উপনীত বালুময় স্থানে, রক্তবর্ণ
বস্ত্রাবাস শ্রেণী হয়েছে স্থাপিত যথা
ক্ষণ পূর্ব্বে, দীপ্ত তা'রা অরুণ কিরণে;
মধ্যে উচ্চ চন্দ্রাতপে বৈসেন রস্তম্,
চারিপাশে অবস্থিত অনুচরগণ।
উত্তরিয়া গুডুরুজ পটবাস দ্বারে,
হেরিল রস্তমে প্রাতরাশ করি সমা-
পন, রয়েছে বসিয়া অলসের মত,
মণিবন্ধে লয়ে শ্যেন করিতেছে খেলা!
অবশিষ্ঠ ভোজ্য দ্রব্য নহে নিরাকৃত,
ঝলসিত মেষ-পার্শ্বদেশ, কৃষ্ণবর্ণ
কাঁচা খরমুজা, রুটির পিষ্টক আদি,
এখনও রয়েছে তা'রা পীঠিকা উপরে।
গুডুরুজে হেরি বীর উঠি দাঁড়াইল
মহোল্লাসে, ফেলি শ্যেন মণিবন্ধ হ'তে,
প্রসারিয়া বাহুযুগ, আহ্বানিয়া তা'রে,

কহিতে লাগিলা, হায়! কি দৃশ্য হেরিল
আজি নয়ন আমার! কি সন্দেশ, কহ
ভাই। থাক কথা এবে, খাও, পিও, আগে।
পটবাস দ্বারে থাকি কহেঁ গুড়ুরুজ,
নহেত এখন পান ভোজনের কাল,
কার্য্য আছে মোর; উভয় পক্ষের সৈন্য
সাজি রণ-সাজে, চাহে পরস্পর প্রতি;
তাতারের পক্ষ হ'তে এসেছে আহ্বান
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবারে, পারস্যের বীর
সনে; তাতারের বীর সোরাব্ তাহার
নাম শুনিয়াছ, বংশ নহে পরিজ্ঞাত।
কিন্তু হে রস্তম্! তোমার মতন বীর
সে যুবক, বিক্রমে কেশরী সম, গতি
বন হরিণীর মত, বয়সে বালক।
ইরাণের যোদ্ধৃবৃন্দ হয়েছে প্রাচীন,
যুবক যোদ্ধারা নহে বলী সোরাবের
মত। কি উপায় কহ এবে। সকলের
দৃষ্টি আজি বদ্ধ তব প্রতি; এস বীর,
রাখ মান পারস্যের হ'য়ে অনুকূল,
নতুবা মজিব মোরা তাতারের হাতে।

বিদ্রূপের হাস্যসহ কহিলা রুস্তম্,
যাও, যাও, ইরাণের বীরবৃন্দ যদি
হ'য়ে থাকে বৃদ্ধ, আমি তবে বর্ষীয়ান্।
যুবক যোদ্ধারা যদি নহে বলীয়ান্,
নৃপতির ভ্রান্তি তবে হইয়াছে, হায়!
নৃপতি যুবক, যুবার সম্মান করে,
বৃদ্ধ বীরগণে আর না করে আদর,
রাজকার্য্যে নাহি পায় স্থান, অনাদৃত
হ'য়ে তা'রা সমাধিরে করে আলিঙ্গন।
নাহি প্রেম রুস্তমের প্রতি, প্রীতি তাঁ'র
যুবকের প্রতি। সোরাবের যশঃ বার্ত্তা
শুনিবার তরে কিবা মম প্রয়োজন?
যুবক যোদ্ধারা সবে করুক গ্রহণ
সোরাবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিমন্ত্রণ এবে।
অহো কি আনন্দ! যদি সোরাবের মত
হ'ত এক পুত্র মোর কন্যা পরিবর্ত্তে;
যশস্বী, সাহসী পুত্রে পাঠাইতে রণে।
তুষার-ধবল কেশ পিতৃসহ মোর,
থাকিতাম দেশে আমি রক্ষিতে তাঁহারে
আফগান দস্যু হ'তে। আমি ভিন্ন নাহি

কেহ তাঁ'র, সুযোগ পাইলে তা'রা কাড়ি
লয় রাজ্য অংশ, চুরি করে পশুপাল।
তথা যাইতাম আমি রাখিতাম তুলি
বর্ম্ম চর্ম্ম আদি। অর্জ্জিত সুনাম দ্বারা
রক্ষিতাম জনকেরে শত্রুগণ হ'তে।
উপার্জ্জিত অর্থে আমি যাপিতাম সুখে
জীবনের অবশিষ্ট কাল। সন্তানের
যশঃ গান শুনিতাম কাণে; অকৃতজ্ঞ
নৃপগণ তরে এই হনন-নিপুণ
হস্তে নাহি ধরিতাম কভু তরবারি।
যেতো রসাতলে তাহাদের চমূচয়।
এত বলি হাস্যসহ নিরাবিলা বীর।
    ধীরে ধীরে উত্তরিল৷ গুডুরুজ তবে,
হে রুস্তম্! কিন্তু লোকে কি কহিবে? যবে
সোরাব্ যাচিছে যুদ্ধ আমাদের শ্রেষ্ঠ
বীর সনে, বিশেষে তোমারে, আর তুমি
লুকাইছ মুখ তব সাধারণ হ'তে?
মনে রেখো বীর, যাহা রটাইবে লোকে,
প্রাচীণ কৃপণ মত রুস্তম্ এক্ষণে
আপনার কীর্ত্তিরাশি রেখেছে যতনে।

শঙ্কিত হয়েছে বৃদ্ধ যুঝিতে যুবকে,
পাছে অকলঙ্ক যশঃ কলঙ্কিত হয়।
গুড়ুরুজ বাক্য শুনি হয়ে বিচলিত,
উত্তর করিলা বীর, ওহে গুড়ুরুজ!
কিসের লাগিয়া তুমি বল এত কথা?
এর চেয়ে ভাল কথা জান তুমি ভাই।
কঠোর বাক্যের যোগ্য নহিত কখন।
আর এক কথা তুমি ভাল জ্ঞাত আছ,
রুস্তম্ করেনা গ্রাহ্য তা'র অরিগণে।
আজীবন বহু যুদ্ধে জয়শীল যেই,
কি ছার তাহার কাছে তুলি যুবা কিংবা
বৃদ্ধ, বীর, কাপুরুষ আর জ্ঞাত, অজ্ঞা-
তের কথা, নহে কি তাহারা মর্ত্ত্য, আমি
ও অমর নহি, সকলেরে যেতে হবে
শমন-সদনে, তবে কেন বৃথা মোরা
করি কাটাকাটি। অসার মানব তরে
কে আছ এমন সাধিবে মহান্ কাজ
আর। তবু ভাই দেখাইব আজি তোমা
কেমনে রুস্তম্ সঞ্চিয়েছে কীর্ত্তি তা'র।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ, ইরাণের তরে,

অজানিত ভাবে, অচিহ্নিত অস্ত্রে সাজি,
সমরিব আমি, যেন লোকে নাহি বলে
মর্ত্ত্যসহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছে রুস্তম্।
ভ্রূকুটির সহ বাক্য করি সমাপন,
নিরাবিলা বীর। হরষ-তরাসে ব্যগ্র
গেলা গুড়ুরুজ স্বীয় শিবিরের পানে।
শঙ্কিত নিরখি রোষ রুস্তম্-নয়নে,
হরষিত হ'ল যুদ্ধ করিবেন বলী।
 অগ্রসরি দ্বারদেশে অনুচরে ডাকি,
আদেশ করিলা বীর অস্ত্র আনয়নে,
অচিহ্নিত বর্ম্মে চর্ম্মে হইল সজ্জিত,
সুবর্ণ-খচিত মহার্ঘ্য সুন্দর অশ্ব-
পুচ্ছ-গুচ্ছশোভি শিরস্ত্রাণ শোভে শিরে,
বাহিরিলা বীর ল'য়ে রুক্ষ বাজিরাজি,—
খ্যাতি যা'র ব্যাপ্ত এবে মেদিনী মণ্ডলে,—
কিরাতের সাথে যথা শিকারী কুকুর।
বোখারার অভিযান কালে, নদী-তীরে
হেরিল রুস্তম্ এক তুরগ-শাবক,
আনন্দে করিছে তা'র মাতৃস্তন্য পান,
স্নেহেতে পালিল তা'রে গৃহে ল'য়ে গিয়া।

পাটল তাহার বর্ণ, সুদীর্ঘ কেশর
শোভে গ্রীবাদেশে, পৃষ্ঠে আছে পল্যয়ন,
হরিত প্রান্ত স্বর্ণ-খচিত, মধ্যস্থলে
চিত্রাকরে শোভে লুব্ধজাত পশু যত।
ত্যজি বস্ত্রাবাস বীর, উপনীত যথা
পারস্যের সৈন্যদল করে অবস্থিতি।
নয়ন আবদ্ধ তাঁ'র তাতার-শিবিরে।
ইরাণেরা আহ্বানিল করি জয়ধ্বনি,
নিস্তব্ধ তাতার-সৈন্য, চিনেনা তাহারা।
সিক্ত নিমজ্জক যথা পত্নীর নয়নে
প্রিয়,—যবে পতি যায় শুক্তি সঞ্চয়নে,
সারাদিন নিমজ্জিয়ে পারস্যের নীল
ঊর্ম্মিতলে, আর ম্লানমুখী আঁখিজলে
ভাসি, স্বামী-আগমন করয়ে প্রতীক্ষা,—
সন্ধ্যাকালে ফিরে ল'য়ে নিরূপিত মূল্য-
বান্ শুক্তি সমুদয়, মিলে পত্নীসনে
বাহিরিক দ্বীপ মাঝে সৈকত কুটীরে,
তথা রুস্তমের আগমন হ'ল অতি
প্রিয় ম্লান পারসিক সৈন্যদল মাঝে।
কৃষক যেমতি করে দেয় অপ্রশস্ত

পথ, ধনাঢ্যের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র মধ্য
দিয়া, কাটি মধ্যজাত শস্য সমুদয়,
তেমতি বল্লমধারী অশ্বসাদীগণ,
দাঁড়াইল দুই পাশে, মধ্যে বালুভূমি।
পারস্য সৈন্যের অগ্রে আইলা রুস্তম্,
দাঁড়াইল সৈকত চত্বরে একবার,
নিরখিলা তাতারের বস্ত্রাবাস পানে।
হামান-শিবিরে সাজি আসিল সোরাব্,
আগমন কালে হেরে রুস্তম্ তাহারে।

ধনবতী নারী যথা হিমানী প্রত্যূষে,—
তারাগুলি মিশে নাই আকাশের গায়,
নীহারের কণা রচিয়াছে গৃহ-আর্দ্র-
বায়ু, কুসুমের মত গবাক্ষের কাছে,—
কৌশেয় বসনজাত যবনিকা পাশ
দিয়া, দেখে, আর ভাবে, কি প্রকারে দাসী
তা'র, মলিন অসাড় হস্তে, জ্বালিতেছে
বহ্নি, আর কেমনে সে আছে বেঁচে, হায়!
কিবা চিন্তা মনে তা'র হ'তেছে উদিত!
তেমতি রুস্তম্ নিরখিলা বহুক্ষণ
সাহসিক কার্য্যকারী অজ্ঞাত যুবকে,

সোরাব্ ও রুস্তম্।

আসিয়াছে বহু দূর হ'তে অন্বেষিতে
রুস্তমেরে, উপেক্ষিয়া ইরাণের বীরে।
হেরি তা'র ওজস্বিতা বিস্ময়ে ভাবিল,
কে এ যুবা অল্প বয়ঃ সাইপ্রেস্ বৃক্ষ
যথা উন্নত, সরল, রাজ্ঞীর নিকুঞ্জে
হ'য়ে স্নেহেতে পালিত, রাখে প্রতিবিম্ব
জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত তৃণাবৃত স্থানে,
মুখরিতা নির্ঝরিণী প্রবাহিতা নীচে।
সেরূপ সোরাব্ ক্ষীণ, স্নেহেতে পালিত।
চিন্তাকালে উপজিল হৃদে দয়া তা'র,
দাঁড়াইয়া হস্ত তুলি করিলা ইঙ্গিত
আসিতে নিকটে, পরে সস্নেহে কহিলা,
হে বালক! শুন মোর কথা, স্বর্গ-সমী-
রণ উষ্ণ, সুখকর, কিন্তু সমাধির
বায়ু হিম, ক্লেশকর, তাই বলি বৎস!
স্বর্গ-সমীরণ করহ সেবন এবে,
হের মোর প্রকাণ্ড মূরতি, তাহে লৌহ
বর্ম্মাবৃত। বহু রণ করিয়াছি অরি
সনে, করি নাই কভু পৃষ্ঠ প্রদর্শন
রণমাঝে, রাখি নাই অরিকে জীবিত।

হে সোরাব্! কেন হায়! আলিঙ্গিছ তুমি
কৃতান্তেরে। শান্ত হও বৎস এবে, পরি-
হরি তাতারের পক্ষ, করহ আশ্রয়
ইরাণীরে। পুত্রবৎ হ'য়ে, কর রণ
আমার পতাকা-তলে, যত দিন বাঁচি।
তোমার মতন সাহসিক যুবা, নাহি
এক জন ইরাণীর সেনানী-মণ্ডলে।
শুনিল সোরাব্ তাঁ'র ওজস্বিনী বাণী,
নিরখিল দীর্ঘ বপু সৈকত উপরে,
আছে যেন সৌধ মরুভূমে, পুরাকালে
পান্থজনে রাক্ষিবারে দস্যু-হস্ত হ'তে।
রস্তমের কেশপাশ হেরিয়া সোরাব্
সবে মাত্র ধূসরিত, আশায় হইল
পূর্ণ হৃদয় তাহার। দৌড়ি আলিঙ্গিলা
জানুযুগ, রাখি নিজ হস্ত তাঁ'র হস্তে,
কহিতে লাগিলা, তোমার পিতার দিব্য.
আর দিব্য তব, বল, তুমি কে? রস্তম্?
অপাঙ্গে করিল দৃষ্টি নত যুবকের
প্রতি, ফিরি অন্য দিকে ভাবে মনে মনে,
অহো কি আশ্চর্য্য! কিবা অভিসন্ধি ধূর্ত্ত

করিয়াছে এবে। অবিশ্বাসী, প্রতারক,
অহঙ্কারী তাতার-বালকগণ ; যদি
পরিহরি এবে ছদ্মবেশ, পরিচয়
দিই প্রশ্ন মত "রুস্তম্ রয়েছে হেথা,"
নিশ্চয় ও বশীভূত হবেনা আমার,
তাতারের পক্ষ ত্যজি আসিবেনা কভু,
ছল করি করিবেনা যুদ্ধ মোর সাথে,
তোষামোদি সম্মুখে আমার, সৌজন্যের
পরাকাষ্ঠা দেখাইবে মোরে, প্রদানিয়া
উপহার, তরবারি কিংবা সারসন।
এইরূপে তুষি মোরে যাবে নিজ দেশে ;
ভোজ-উৎসবকালে তাতার-প্রাসাদে,
দাঁড়াইয়া কহিবেক সবার সমক্ষে
মুক্ত কণ্ঠে, একদিন যবে অক্ষ-নদী
কূলে, দুই সৈন্যদল হ'ল সমাবেশ,
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবারে, করেছি আহ্বান
ইরাণের বীরবৃন্দে, কিন্তু কেহ হয়
নাই অগ্রসর করিতে গ্রহণ মম
দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিমন্ত্রণ। কেবল রুস্তম্
সাহসে নির্ভর করি এসেছিল তথা।

উভয়ে আমরা তুল্য বল ছিনু, তাই
পরস্পরে উপহার দিয়া, সসম্মানে
ফিরেছি স্বদেশে। শুনি এই বৃথা গর্ব্ব
শ্রোতৃবর্গ প্রশংসিবে তা'রে ; মোর তরে
ইরাণের বীরবৃন্দ হবে নতশির।
এমতি চিন্তিয়া বীর, ফিরি সোরাবের
পানে, হুঙ্কারিয়া কহিলা তাহারে, উঠ,
কেন বৃথা জিজ্ঞাসিছ রস্তমের কথা ?
আসিয়াছি আমি হেথা তোমার আহ্বানে,
রক্ষ দর্প তব কিংবা হও বশ মম।
করিবে কি দ্বন্দ্বযুদ্ধ মাত্র রস্তমের
সনে গোঁয়ার বালক ? নিরখি রস্তমে
ভয়ে পলায় সকলে। রস্তম্ দাঁড়া'ত
যদি সম্মুখে তোমার হ'য়ে প্রকাশিত,
যুদ্ধ-কথা মুখে আর আনিতে না তুমি।
কিন্তু যেই হই নাক আমি, শুন বলি,
গেঁথে রাখ এই কথা হিয়ার মাঝারে,
'ত্যজ বৃথা গর্ব্ব কিংবা হও বশীভূত,
নতুবা তোমার অস্থি হইবে বিকীর্ণ
অক্ষ নদী-কূলে বালুকা উপরে, যদ-

যদি সমীরণ নাহি করে শ্বেত,
অথবা প্লাবন তারে ধুয়ে নিয়ে যায়।'
শুনি রুস্তমের বাক্য উঠিয়া সোরাব্
কহিতে লাগিলা, সত্যই কি তুমি হায়!
এত ভয়ঙ্কর? এরূপে হ'ব না ভীত,
বালিকা নহিত আমি, কথা মাত্র শুনি
ভয়েতে হইব'ম্লান। তবে এক সত্য
কথা কহিয়াছ তুমি, রুস্তম্ দাঁড়া'ত
যদি এই রণ-ক্ষেত্রে, হইত না কভু
যুদ্ধ সংঘটন। কিন্তু তিনি বহু দূরে,
দুই জন মাত্র হেথা র'য়েছি আমরা।
হউক তা'হ'লে এবে যুদ্ধ আরম্ভন,
জানি তুমি ভীম-দেহী, ভীষণ-দর্শন,
যুদ্ধাভিজ্ঞ; যদিও বালক আমি, ভাবি-
ওনা যুদ্ধে তুমি হবে জয়ী। জয়, পরা-
জয় ভাগ্যাধীন, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা;
ভাবিতেছ মনে তুমি হবে রণজয়ী.
কিন্তু নহে জ্ঞাত তাহা নিশ্চয়তা-রূপে।
অদৃষ্টের উচ্চ ঊর্ম্মি'পরে ভাসিতেছি
মোরা, জানি নাক অবশেষে কোন্ দিকে

যাবে ল'য়ে, কূলে কিংবা তলে জলধির।
অদৃষ্টের কথা মোরা, নহি পরিজ্ঞাত,
ঘটনার সংঘটনে হই অবগত।
সোরাবের বাক্যে বীর না দিয়া উত্তর,
হানিল বল্লম ঘুরাইয়া নিজ স্কন্ধ
হ'তে সোরাব্ উদ্দেশে ; ছুটিল বল্লম
পূর্ণবেগে, শ্যেন যথা শূন্যপথে বৃত্তা-
কারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে, সীসকের
পিণ্ড মত চকোর উপরে ক্ষেত্র-মাঝে।
তা'দেখি সোরাব্ বিদ্যুতের বেগে ত্বরা
লম্ফ দিয়া এড়াইল শূলে। স্বন্ স্বন্
শব্দ করি শূলখানি পড়িল ভূতলে,
কম্পনে উহার ছড়াইল বালিরাশি।
সোরাব্ হানিল এবে তা'র শূলখানি
রুস্তমের প্রতি ; লৌহময় চর্ম্মে ঠেকি
ঝন্ ঝন্ শব্দ করি ফিরিল বল্লম ;
তবে বীর ল'য়ে তাঁ'র প্রকাণ্ড মুদ্গর,—
যেন শাখাহীন অসংস্কৃত বৃক্ষকাণ্ড,
প্রভঞ্জন যা'রে দিছে ফেলি শীতকালে,
হিমালয় বন হ'তে, ইরাবতী, বিত-

বন্যার স্রোতে, ভেসে যায় বৃক্ষহীন দেশে,
তীরবাসী তুলি লয় তরি নিরমিতে,—
নিক্ষেপিল সোরাবেরে লক্ষ্যি, হেরি বীর,
ফণিগতি অনুকরি লম্ফ দিলা বেগে।
তবে গর্জ্জি ভীম গদা পড়িল ভূতলে,
রস্তমের মুষ্টি হ'তে। রস্তম্ পড়িল
সঙ্গে জানুপাতি, দৃঢ়ে ধরি বালিরাশি,
ঘূর্ণিত মস্তক, বালুকায় রুদ্ধ শ্বাস।
এ সুযোগে পারিত সোরাব্ উলঙ্গিয়া
তীক্ষ্ণ অসি তা'র বিঁধিতে রস্তমে,
কিন্তু সসম্ভ্রমে হঠিয়া পশ্চাতে, হাস্য
সহ কহে তাঁ'রে "অতি বেগে হানিয়াছ" ;
গ্রীষ্মের প্লাবনে গদা ভাসিবে তোমার
নহে অস্থি মম, উঠ, হ'ওনা কুপিত,
ক্রুদ্ধ নহি আমি। জানি নাক কেন হায়!
হেরিলে তোমারে ক্রোধ হয় অপনীত।
রস্তম্ নহেত তুমি বলিয়াছ পূর্ব্বে,
তাই হো'ক ; কেবা তুমি তবে হৃদি মোর
করিয়াছ দ্রবীভূত? যদিও বালক, বহু
যুদ্ধ হেরিয়াছি, করিয়াছি ঘোর রণ,

মুমূর্ষুর মর্ম্মভেদী ধ্বনি পশিয়াছে
শ্রবণ বিবরে, তথাপিও চিত্ত কভু
হয় নাই বিচলিত। স্বর্গ হ'তে এলো
কি এ নব ভাব মোর ? এস বৃদ্ধ বীর,
ঈশার আদেশ পালি, পুতি শূল ভূমে,
বসিয়া সৈকতে, করি সন্ধির প্রস্তাব ;
পরস্পরের স্বাস্থ্য করি পান, বন্ধুত্ব-
বন্ধন হবে দৃঢ়ীভূত। বীরোচিত কার্য্যা-
বলী রুস্তমের বাখানিবে মোর কাছে।
পারস্যের দলে বহু শত্রু আছে, যুঝি-
বারে যা'র সহ দয়া নাহি উপজীবে।
বহু যোদ্ধা আছে তাতারের দলে, তব
সনে যুঝিবারে। কর রণ, যদি আসে
তা'রা ; কিন্তু শান্তি হো'ক তোমাতে আমাতে।
শুনি সোরাবের বাক্য উঠি দাঁড়াইল
ইরাণের বীর কম্পান্বিত কলেবরে,
পড়িয়া রহিল গদা, নিল শূল কজি-
বদ্ধ সব্য করে, ফলা তা'র উদ্ভাসিত
জ্বরের সূচনাকারী ভাদ্র তারা মত।
কিরীটের অশ্ব-পুচ্ছ-গুচ্ছ, আর দীপ্ত

অস্ত্র, শস্ত্র ধূলা লাগি হয়েছে মলিন।
বক্ষঃ তাঁ'র স্ফুরিতেছে, ফেনিল বদন,
ক্রোধে দুই বার স্বর হ'ল বদ্ধ, পরি-
শেষে কহে বীর, বালে! ক্ষিপ্র গতি দেখা-
য়েছে পদ, নহে হস্ত, অলকিত, চাটু-
কার, মিষ্টভাষা-পটু নট মত; যুঝ,
তব ঘৃণা স্বর যেন না পশে শ্রবণে
মোর, নহে ইহা আফ্রেদি উদ্যান, যথা
তাতার-বালিকাসনে নৃত্য করে থাক।
কিন্তু এবে তুমি বালির উপরে অক্ষ-
কূলে রণ-নৃত্য করিতেছ মোর সহ।
যুদ্ধ আমি নাহি ভাবি ছেলেখেলা মত।
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবারে, শত্রু কিমাশিতে
বিশেষ অভ্যস্ত আমি। তুলিওনা সন্ধি
কথা কিংবা স্বাস্থ্য পান। করহ স্মরণ
এবে সাহস, বিক্রম; ছল চাতুরীর
কার্য্যাবলী করহ পরীক্ষা; তব প্রতি
নাহি আর দয়া মম। সবার সমক্ষে
করি অপ্রতিভ মোরে, দেখায়েছ ক্ষিপ্র
উল্লম্ফন, বালিকা-সুলভ চতুরতা।

শুনি রস্তমের তীব্র উপহাস, ক্রোধে
জ্বলি যুবা, ত্বরা নিষ্কোষিলা অসি তা'র ;
উভয়ে উভয় প্রতি হ'ল প্রধাবিত।
যুগল ঈগল যথা পূরব, পশ্চিম
হ'তে আক্রময়ে বেগে একটি শিকার,
তেমতি উভয়ে আঘাতিল পরস্পরে,
চর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকি শব্দ হইল গম্ভীর ;
যেমন প্রভাত কালে অরণ্যানী মাঝে
উঠে কুঠারের ধ্বনি, যবে বলবান্
কাঠরিয়াগণ কাটি বৃক্ষ পাড়ে মড়
মড়ি। মনে হ'ল রবি, তারা যোগ দিল
এ অনৈসর্গিক রণে। সহসা উঠিল
মেঘ সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মাথার উপরে,
বায়ু প্রবাহিল প্রকাশিয়া আর্ত্তনাদ,
বালুকার বাতাবর্ত্ত ঘেরিল দু'জনে,
দুই বীর রহে এবে অন্ধকারে ডুবি।
দু'পাশে দাঁড়া'য়ে সৈন্য দর্শকের রূপে
নির্ম্মল আকাশ তলে, অক্ষ উজলিল
রবিকর জালে, উভে যুঝে অন্ধকারে।
রক্ত-চক্ষু বীরদ্বয় ঘন অন্ধকারে,

দীর্ঘশ্বাসসহ আক্রমিল পরস্পরে।
প্রথমে রস্তম্ অয়স্-মণ্ডিত ভল্লে
আক্রমিল সোরাবেরে, ভেদিল সম্মুখ
রক্ষিত বর্ম্ম, নারিল দেহ পুরশিতে।
ব্যর্থ হ'ল দেখি বীর আকর্ষিল ভল্ল
বিরক্তির সহ। সোরাব্ ঘাতিল এবে,
স্বীয় অসি ল'য়ে রস্তমের শিরস্ত্রাণ,
ভেদিল না লৌহময় বলি, কিন্তু হায়!
গৌরব প্রকাশকারী অশ্ব-পুচ্ছ-গুচ্ছ,
শিরস্ত্রাণ-চূড়া—কভু নহে কলঙ্কিত—
ধূলায় লুণ্ঠিত এবে ভূতলে পড়িয়া।
আনত করিল শির রস্তম্ তখন,
অন্ধকার ঘনীভূত হ'ল, বজ্রঘোষ
হইল আকাশে, সৌদামিনী চমকিল,
হ্রেষিল রুক্ষ বিকট চীৎকারে, যথা
পার্শ্বদেশে শল্যবিদ্ধ মরুর মৃগেন্দ্র,
কাতর জর্জ্জর দেহে ভ্রমি সারাদিন,
নিশাকালে নদীতীরে সৈকত উপরে,
ত্যজে প্রাণ অবশেষে গর্জ্জি ভয়ঙ্কর।
কাঁপিল উভয় পক্ষ শুনি সেই হ্রেষা,

অক্ষ নদী স্রোত যেন জ'মে গেল ভয়ে।
সোরাব্ হ'ল না ভীত শুনি সে ভৈরব
রব। কিন্তু অগ্রসরি পুনঃ আঘাতিল ;
আবার রুস্তম্ আনত করিল শির।
ভঙ্গুর কাচের মত সোরাবের তীক্ষ্ণ
তরবারি সহস্রধা হ'য়ে ভগ্ন হ'ল,
রহি গেল হাতে মাত্র করমুষ্ঠাখানি।
রুস্তম্ তুলিল শির, ভয়াবহ আঁখি
উজ্জ্বলিত হ'ল ; ঘুরায়ে আকাশে তা'র
ভীষণ বল্লম কহিলা উচ্চে "রুস্তম্"।
শুনি সেই উচ্চ ধ্বনি বিস্ময়ে সোরাব্
হঠিল পশ্চাতে এক পদ, চক্ষু করি
সঙ্কুচিত, হেরি সেই অগ্রসর মূর্ত্তি
হতবুদ্ধি, গেলা পড়ি দেহ-রক্ষাকারী
চর্ম্ম ; এবে রুস্তমের ভল্ল বিদ্ধে সোরা-
বের পাশ, টলমল দেহখানি তা'র
পড়িল ভূতলে, অন্ধকার অপসৃত,
প্রশমিলা প্রভঞ্জন, সূর্য্য মেঘমুক্ত।
যুগল যোদ্ধারে এবে হেরে দুই দল,
রুস্তম্ দণ্ডায়মান অক্ষত শরীরে,

সোরাব্ ও রুস্তম্।

আহত সোরাব্ রক্তময় বালি'পরে।
অবজ্ঞার হাসি হেসে কহিলা রুস্তম্,
সোরাব্! ভেবেছ মনে বধি পারস্যের
বীরে, জয়চিহ্ন রূপ ল'য়ে তা'র অস্ত্র,
শস্ত্র, প্রত্যাগত হ'বে তাতার-শিবিরে ;
অথবা রুস্তম্ আসি যুঝিবে তোমার
সনে। চতুরতা সহ হৃদি তা'র করি
বিচলিত, স্বীকৃত করা'বে তা'রে ল'তে
তব উপহার, দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিহরি ;
তাতার-সৈনিক মাঝে, তুলি বীরত্বের
আর চাতুরীর কথা লভিবে প্রশংসা,
জরাগ্রস্থ পিতা তব হ'বে আনন্দিত।
মূঢ়! অজ্ঞাতের হস্তে এবে হত তুমি।
জয়ী হ'য়ে যদি ফিরিতে শিবিরে, প্রিয়
হ'তে বন্ধু আর বৃদ্ধ জনকের, কিন্তু
শৃগালের প্রিয়তর হইবে এক্ষণে।
নির্ভীক হৃদয়ে বীর করিলা উত্তর,
অজানিত বটে তুমি, কিন্তু বৃথা তব
ভীতিপ্রদ আস্ফালন, দাম্ভিক, গর্ব্বিত!
তুমি বধ নাই মোরে, রুস্তম্ নাশিছে

আর এই পিতৃভক্ত হৃদয় আমার।
হৃদি বিচলিত, শুনি রস্তমের নাম,
নতুবা তোমার মত দশ জন বীর
প্রতিযোধ রূপে আক্রমিয়া মোরে
হেথায় থাকিত পড়ি, আমি দাঁড়াইয়া।
কিন্তু বিপর্য্যস্ত করি হৃদি ওই প্রিয়
নাম, হরিল আমার শক্তি মম বাহু
হ'তে, দেহ-রক্ষাকারী চর্ম্ম গেলা পড়ি;
তব শূল ভেদিয়াছে অরক্ষিত অরি,
বৃথা গর্ব্ব প্রকাশিয়া নিন্দিছ আমারে।
বিকট পুরুষ! শুন মোর কথা, শুনি
ভয়ে হও কম্পমান; প্রতিশোধ ল'বে
মোর জনক রস্তম্ মহাপরাক্রম,
অন্বেষিনু যাঁরে আমি সমগ্র মেদিনী,
প্রতিহিংসি মৃত্যু মোর দণ্ডিবে তোমারে।
হ্রদের মাঝারে উচ্চ শৈলময় দ্বীপে
ঈগলী পালন করে কুলায়ে শাবকে
বসন্তের আগমনে, উড়িবার কালে
বিন্ধি তা'রে ব্যাধ শরাঘাতে, ধায় পিছে;
হেন কালে খাদ্য ল'য়ে ঈগল ফিরিয়া

দূর হ'তে দেখে বিহঙ্গিনী তাঁ'র গেছে
চলি, নীড়ে রাখি অরক্ষিত শিশুগণে,
গতি প্রশমিয়া ভ্রমে নীড়ের উপরে,
ভৎর্সিয়া তারস্বরে ডাকে সঙ্গীনীরে
কুলায়ে আসিতে ফিরি শাবক সমীপে ;
কিন্তু সেই বিদ্ধ বিহঙ্গিনী আছে পড়ি
পক্ষস্তূপ মত দৃষ্টির অতীত দূর
গিরিপথে । উড়িবেনা বিহঙ্গিনী, পড়ি-
বেনা প্রতিবিম্ব তা'র হ্রদের সলিলে,
কিংবা কৃষ্ণ আদ্র তুঙ্গ স্থানে হইবে না
প্রতিধ্বনি তা'র ভয়ঙ্কর চীৎকারে
ঈরাক্ ঈগল যথা নীড়ে প্রত্যাগত
কালে, নহে জ্ঞাত তা'র কি যে সর্ব্বনাশ
ঘটিয়াছে, তেমতি রুস্তম্ জানেনাক
স্বীয় অমঙ্গল ; মুমূর্ষু পুত্রের পার্শ্বে
দাঁড়াইয়া, জানেনাক তা'র পরিচয় ।
উদাসীন ভাবে আর সন্দেহের সহ
কহিতে লাগিলা, কিবা প্রলাপিছ তুমি,
রুস্তম্ পিতার কথা আর প্রতিশোধ ?
পরাক্রান্ত রুস্তমের নাহি কোন পুত্র ।

ক্ষীণস্বরে উত্তরিলা সোরাব্ তখন,
আছে পুত্র তাঁ'র, আমি সেই হারানিধি ;
নিশ্চয় আমার এই মরণ সংবাদ
পশিবে শ্রবণে তাঁ'র একদিন,—নাহি
জানি এবে তিনি আছেন কোথায়, মনে
হয় বহু দূরে,—শরবৎ বিন্ধি তাঁ'রে
উঠাইবে অস্ত্রে, শস্ত্রে সুসজ্জিত হ'তে,
পুত্র-মৃত্যু-প্রতিশোধ লইবার তরে।
প্রচণ্ড পুরুষ ! ভেবে দেখ কি গভীর
পুত্র-শোক হ'বে একমাত্র সন্তানের
মৃত্যু-কথা শুনি ; কি প্রবল প্রতিহিংসা
হইবে তাঁহার। ইচ্ছা হয় প্রাণ ধরি
যদবধি নাহি হেরি সেই পুত্র-শোক।
পিতৃদেব তরে মোর নহে তত দুঃখ,
কিন্তু হায় ! আকুল পরাণ মোর, যবে
ভাবি জননীরে, খুর্দ্দের শাসক, বৃদ্ধ
পিতাসহ তিনি করেন বসতি এবে।
তাতার-শিবির হ'তে সসম্মানে প্রত্যা-
গত পুত্রে হেরিবে না জননী আমার,
যুদ্ধ শেষে ল'য়ে সঙ্গে জয়-লব্ধ ধন।

দেশান্তরে প্রচারিত জনরব হ'তে
শুনিবেন অসহায়া জননী আমার,
পুত্র তাঁ'র হত যুদ্ধে, অজানিত শত্রু
সনে বহু দূরে, অক্ষ নদী-কূলে। আর
করিবে না পুত্র তাঁ'র চক্ষু বিনোদন।
এতেক কহিয়া তবে নিরাবিলা বীর ;
মাতৃ-চিন্তা, মৃত্যু-চিন্তা উভয়ে মিলিয়া
কাঁদাইল সোরাবেরে ক্ষণকাল তরে।

সোরাবের বাক্যাবলী শুনি এক মনে,
গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল রস্তম্,
পরিচিত নাম গুলি, শুনি ত'ার মুখে,
"সোরাব্ তাঁহার পুত্র" হ'ল না প্রত্যয়।
সঠিক সংবাদ আ'সে আদ্র-বাজী হ'তে
ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশু, কন্যা, পুত্র নহে।
ভেবেছিল অভাগিনী মাতা, পুত্র বলি
পরিচয় দিলে, ল'য়ে যা'বে পিতা তা'র
আদ্র-বাজী হ'তে শিখাতে সৈনিক ধর্ম্ম।
চিন্তে মনে মনে, রস্তম্-তনয় আখ্যা
লইয়া বালক বৃথা গর্ব্ব প্রকাশিছে,
কিংবা দেখি তা'রে পরাক্রান্ত বীর, বাড়া-

ইতে যশঃ কহে লোক রস্তম্-তনয়।
এইরূপ ভাবি গভীর চিন্তায় মগ্ন।
রস্তমের চিন্তা-স্রোত গেল শোক দিকে,
যথা পূর্ণিমা তিথিতে জলধির উচ্ছ-
লিত মহাস্রোত ধায় বেলা পানে।
অশ্রুপূর্ণ হ'ল আঁখি দু'টী তাঁ'র স্মরি
নিজ বাল্য জীবনের আনন্দ, উল্লাস ;
পার্ব্বত্য-কুটীর হ'তে মেষের পালক
যথা প্রাতে হেরে আবর্ত্তিত মেঘ মধ্য-
দিয়া দূরাস্থিত নগরের প্রতিকৃতি,
সমুজ্জ্বল নবোদিত অরুণ কিরণে ;
হেরিল রস্তম্ তথা অস্পষ্ট স্মৃতির
মাঝে,নিজ যুবাবস্থা, স্ফুটিত কোরক
সম সোরাব্ জননী, বৃদ্ধ-রাজা পিতা
তা'র, আর তাঁ'র প্রেম যাযাবর অতি-
থির প্রতি,—সানন্দে করেছে দান রূপ-
বতী পুত্রী যা'রে,—ত্রয়ীর সে সুখময়
নিদাঘ জীবন, আর শ্বশুর-প্রাসাদ,
শিশির-স্নিগ্ধিত বন, মৃগয়া, কুক্কুর,
রমণীয় শৈল মাঝে বিমল প্রভাত।

হেরিল যুবারে, আকৃতি, বয়সে ঠিক
আপনার পুত্র মত, কারুণ্যে জড়িত,
প্রিয় দরশন, শয়িত সৈকত'পরে।
সতেজ শম্বুলমণি হইয়া কর্ত্তিত,
অনিপুণ উদ্যান-পালের হস্তে তৃণ
ছাঁটিবার কালে, ফুলের কেয়ারি কাছে,
প'ড়ে থাকে, সুরভিত ধূম্র মুকুলের
সৌধ মত, শুষ্ক প্রায় তৃণ ভূপোপরে ;
তেমতি সোরাব্ রয়েছে পড়িয়া, মৃত্যু-
পথে, সাধারণ বালি শয্যা'পরে, তবু,
প্রিয় দরশন। শোকাকুল এক দৃষ্টে
চাহি তা'র মুখ পানে কহিলা রস্তম্,
বাস্তবিক সেইরূপ পুত্ররত্ন তুমি।
যদ্যপি হইতে তুমি রস্তমের পুত্র,
নিশ্চয় বাসিত ভাল রস্তম্ তোমায়।
কিন্তু তুমি করিয়াছ ভ্রম, কিংবা লোকে
মিথ্যা কহে রাস্তমি বলিয়া, রস্তমের
পুত্র নহ তুমি, রস্তমের নাহি পুত্র,
মাত্র এক শিশু, পুত্র নহে কন্যা, এবে
যার কাছে ব্যস্ত নারীসাধ্য লঘু কার্য্যে।

স্বপ্নে কভু ভাবে নাক আমাদের, কিংবা
ভাবে নাই যুদ্ধ আর আঘাতের কথা।
শূল-বিদ্ধ যন্ত্রনার বৃদ্ধি হ'লে পর,
উদ্ধারিতে শূলখানি ইচ্ছিল সোরাব্
মুক্ত ভাবে রক্ত-ধারা প্রবাহিত হ'য়ে
ত্বরায় আনিতে মৃত্যু। বাসনা তাহার
কিন্তু অগ্রে বুঝাইবে অনম্য অরিরে।
দৃঢ় ভাবে উঠিয়া সোরাব্, এক ভূজে
দিয়া ভর, পরে কহিতে লাগিলা রোষে,
কে তুমি আমার বাক্য কর অপ্রত্যয়?
সদা সত্য বিদ্যমান মুমূর্ষুর ওষ্ঠে;
আমার জীবিত কালে মিথ্যা ছিল দূরে।
শুন এক কথা, দিয়াছিল জননীরে
রুস্তম্ তাঁহার শীল দেহলেখা তরে
সন্তান হইলে; ভূজে আছে চিহ্ন তা'র।
শুনি সোরাবের কথা রুস্তমের পাংশু-
বর্ণ মুখ, জানুদ্বয় প্রকম্পিত; এক
কজি-বদ্ধ হস্তে হানে স্বীয় বক্ষঃস্থল,
লৌহ-বর্ম্মে ঠেকি, শব্দ হইল গভীর,
অন্য হস্তে, চাপি হৃদিখানি তাঁ'র

শূন্য-গর্ভ বাক্যে পরে কহিতে লাগিলা,
তবেই নিশ্চয় তুমি রস্তম্ তনয়,
যদি দেখাইতে পার দেহলেখা তব,
এ প্রমাণ কভু নাহি মিথ্যা হ'তে পারে।
দুর্ব্বল অঙ্গুলি দ্বারা ব্যস্ততার সহ
সোরাব্ খুলিল তা'র কটিবন্ধখানি.
উলঙ্গিয়া বাহুমূল দেখা'ল রস্তমে
রয়েছে অঙ্কিত এক গ্রিফিনের চিহ্ন,
সিন্দুরের সূক্ষ্ম বিন্দু দিয়া স্কন্ধ প্রান্তে।
পিকিনের সুচতুর শিল্পকার যথা
করে কারুকার্য্য স্বচ্ছ পোর্সলেন পাত্রে,
দিয়া সিন্দুরের বিন্দু সূচীর সাহায্যে,
প্রভাত হইতে নিশাবধি, দীপালোক
পড়ে তা'র সচেষ্ট ললাটে আর দুই
লঘু করে—সম্রাটের উপহার যোগ্য।
স্তন্যপায়ী জাল যবে হয় পরিত্যক্ত
পর্ব্বত উপরে, পালন করিয়াছিল
গ্রিফিন তাহারে। মর্য্যাদার চিহ্ন হেতু
লয়েছে রস্তম্ তাই গ্রিফিন-আকৃতি।
উন্মোচিয়া বাহু-মূল দেখাইল তাঁ'রে,

গ্রিফিনের প্রতিকৃতি সিন্দূরে অঙ্কিত।
নিরখিয়া বহুক্ষণ শোকার্ত্ত-নয়নে,
স্পর্শি স্বীয় হস্তে বীর কহিতে লাগিলা,
এখন কি বল তুমি ? রস্তম্-তনয়-
চিহ্ন নহে কি প্রকৃত ? কিংবা অন্য কা'র ?
এতেক কহিয়া বীর হইলা নীরব।
নির্ব্বাক্ রস্তম্, একদৃষ্টে নিরখিল
দাঁড়াইয়া কতক্ষণ, পরে তীব্র স্বরে
উচ্চারিল বীর, "হায় বৎস ! তব পিতা",
বলি স্বর বদ্ধ হ'ল, আঁধার নয়ন,
শির বিঘূর্ণিত, ভূমিতলে গেলা পড়ি।
বক্ষে ভর দিয়া বীর গিয়া রস্তমের
পাশ, আলিঙ্গিয়া গ্রীবা, চুম্বি ওষ্ঠাধর,
কম্পিত অঙ্গুলি দ্বারা ঘাতিল কপোল
যুগ তাঁ'র চেতনিতে, রস্তম্ লভিল
জ্ঞান অবিলম্বে, মেলিল নয়নদ্বয়—
বিভীষিকা-বিস্ফারিত—দুই করে ল'য়ে
ধূলি ছড়াইল শির'পরে, ধূসরিত
কেশপাশ, মুখ, শ্মশ্রু, আর দীপ্তিমান্
অস্ত্র, শস্ত্র ; কাতর আক্ষেপ করে বক্ষঃ

আক্ষোভিত, সাশ্রু-দীর্ঘশ্বাস রোধে কণ্ঠ,
দৃঢ়ভাবে ধ'রে অসি প্রাণ ত্যজিবারে।
মনোভাব অনুভবি সোরাব্ তখন,
রোধি হস্তে, শান্তবাক্যে প্রবোধিলা তাঁ'রে,
শান্ত হও পিতঃ! ভেটিনু নিয়তি আমি
ত্রিদিবে লিখিত জন্মকালে, উপলক্ষ্য
মাত্র তুমি বিধাতার সুনির্দ্দিষ্ট কাজে।
প্রথম দর্শন কালে প্রাণ মোর বলে
ছিল। তুমিই রস্তম্, তব হৃদি হ'য়ে-
ছিল বিচলিত অতি, অবগত আছি।
কিন্তু বিধি-লিপি দলি পদভরে সেই
হৃদয়-আহ্বান, নিয়োজিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে;
পিতৃ-শল্য হানিল আমারে। কাজ নাই
কহি এই কথা, পিতৃদেবে পাইয়াছি
অনুভবি তাই; এস, বস, বালি'পরে
পার্শ্বে মোর, লহ দুই করে শির মম,
চুম্বিয়া কপোল ধৌত কর আঁখি-নীরে।
পুত্র বলি একবার কর সম্বোধন,
ত্বরা কর, ত্বরা কর, এখনি জীবন-
দীপ হবে নির্ব্বাপিত চিরকাল তরে

বিজলীর মত আমি আসি এই ক্ষেত্রে
অকস্মাৎ চলিলাম ঝটিকার মত।
ইহাই লিখিলা বিধি আমার কপালে।
বিধি-লিপি নিশ্চয় ঘটিবে, কহি এই
রূপ নিরবিলা বীর। শুনি সেই স্বর
রস্তমের হৃদয়ের আবদ্ধ বেদনা
মুক্ত হ'ল, তিতিল নয়ন, গ্রীবা আলি-
ঙ্গিয়া কাঁদি মুক্ত-কণ্ঠে, চুম্বিল তনয়ে।
রস্তমেরে শোকান্বিত হেরি দুই পক্ষ
হইল বিস্মিত। রুক্ষ তুরঙ্গম নত
করি মাথা তা'র, সঞ্চারি কেশরপাশ ;
আসিয়া নিকটে নির্ব্বাক্-বিষাদে নাড়ি
মাথা তা'র জনে জনে জিজ্ঞাসিল যেন
কিসের বেদনা ? সমবদেনায় ক্লিষ্ট
কৃষ্ণবর্ণ আঁখি দু'টী হ'তে তা'র প্রবা-
হিত উষ্ণ অশ্রু বালি করে পিণ্ডাকার !
কর্কশ বচনে রুক্ষে ভৎর্সিলা রস্তম্
ওরে রুক্ষ ! এবে তুমি দুঃখ প্রকাশিছ,
কিন্তু হ'তো ভাল, হায় রুক্ষ ! যদি তোর
চঞ্চল চরণ-সন্ধি হইয়া স্খলিত

অকর্ম্মণ্য করি আনিত না মোরে হেথা।
নিরখিয়া রুক্ষ হয়ে কহিলা সোরাব্,
এই কি সে রুক্ষ! কতবার মাতৃদেবী
কহেছেন মোরে তোর কথা বাল্যকালে,—
ভীষণ পিতার তুমি ভীষণ তুরগ—
বলেছেন, প্রভুসহ হেরিব তোমারে
একদিন, এস এক বার রাখি হাত
তোমার কেশরে। রুক্ষ তুমি মোর চেয়ে
বড় ভাগ্যবান্, পিতার দেশের বায়ু
করেছ সেবন, পাই নাই যে'তে, তুমি
গিয়াছ যথায়। সিস্তানের বালু'পরে
করেছ ভ্রমণ, হেরেছ হেমন্দ নদী
আর জিরা হ্রদ। বৃদ্ধ জা'ল পিতামহ
ধীরে ধীরে আঘাতিয়া গ্রীবাদেশ তোর
করেছেন স্নেহ কত বারে বার, দিয়া
সুরা-সিক্ত-শস্য আর খাদ্য স্বর্ণ পাত্রে
ভোজনের তরে। বলেছেন রুস্তমেরে
নিরাপদে রণক্ষেত্রে করিও বহন।
হায়! হেরি নাই কভু কুঞ্চিত-বদন
বৃদ্ধ পিতামহ কিংবা সিস্তানের উচ্চ

গৃহ তাঁ'র। হেমন্দের স্বচ্ছ তোয়ে করি-
নাই তৃষ্ণা নিবারণ, কিন্তু পিতৃ-অরি
দলে থাকি হেরিয়াছি আফ্রেসি-নগর,
যথা বোকহারা, সমর্কন্দ, আর খিবা
মরুভূমি মাঝে, কিংবা তুর্কির শিবির।
কোহিক, তেজেন্দ, মুরগাছা কিংবা
মরু-নদী-নীর করিয়াছি পান, য'ার
তীরে চরাইত মেষ কালমক জাতি ;
আর এই পীতবর্ণ অক্ষ মহানদী
যা'র তীরে আজি আমি ত্যজিতেছি প্রাণ।
শুনি সোরাবের সেই সখেদ বচন
আর্ত্তনাদি কহিলা রস্তম্ হায় ! অক্ষ
স্রোত হও প্রবাহিত মর্ম্মপরে তব
পীত রেণু গড়াইয়া যা'ক শির'পরি।
গম্ভীর বিনম্র স্বরে কহিলা সোরাব্
ও বাসনা ক'রনাক পিতা, জীব তুমি ;
কেহ জন্মে এ জগতে করিতে মহান্
কাজ, রাখে কীর্ত্তি ; কেহ বা আসিয়া হেথা
চলি যায় অজানিত থাকি। তাই বলি পিতা !
অসম্পূর্ণ কর্ম্ম মোর করি সম্পাদন,

—নারিনু সাধিতে অকালে মরিনু বলি,—
পুনঃ যশঃ করহ অর্জ্জন। পিতা তুমি,
তোমার গৌরবে হবে আমার গৌরব।
কিন্তু পিতঃ! শুন এক প্রার্থনা আমার,
এই যে অসংখ্য সৈন্য হেরিতেছ আজি,
বধো'না এদের, উহাদের হ'য়ে আমি
করি অনুনয়, কিবা দোষ উহাদের;
মম আশা, মম যশঃ, মম ভাগ্য সাথে
আসিয়াছে, অতিক্রমি অক্ষ নদী তা'রা
শান্তিসহ হ'ক প্রত্যাগত। আর পিতঃ!
প্রেরিওনা মোরে উহাদের সনে, কিন্তু
লহ মোরে তব সাথে সিস্তান নগরে।
শয্যা'পরি রাখিয়া তথায়, আক্ষেপিবে
মোর তরে, তুমি আর হিম-শুভ্র-কেশ
পিতামহ আর তব বন্ধু পরিজন।
তব সেই প্রিয় দেশে সমাহিয়া মোরে
উঠাইবে মম অস্থি'পরে জমকাল
মৃত্তিকার স্তূপ, নির্ম্মাণিবে তদুপরি
উচ্চ স্তম্ভ, বহু দূর হ'তে হ'বে দৃষ্ট।
মরুচারী অশ্বারোহীগণ, দেখি মোর

সমাধি-মন্দির, কহিবেক উচ্চৈঃস্বরে,
পরাক্রান্ত রস্তমের পুত্র আছে তথা ;
সোরাব্ তাহার নাম। মহৎ জনক
হায়! করিয়াছে হত্যা তা'রে অজ্ঞানত।
সমাধি-ক্ষেত্রেও নাহি হ'ব বিস্মরিত।

রস্তম্ শোকার্ত্ত-স্বরে উত্তরিলা তবে,
ভাবিও না, তাই হ'বে হে পুত্র সোরাব্!
তাঁবুগুলি দগ্ধ করি, সৈন্যদল ত্যজি,
সিস্তানে লইয়া যা'ব তোরে মোর সাথে,
শয্যার উপরে রাখি বিলাপিব শুভ্র-
কেশ পিতৃদেব জাল আর বন্ধুগণ
সহ, শায়িত করাব তোরে প্রিয় ভূমে,
সমাধি উপরে নির্ম্মাণিব উচ্চ মৃত্তি-
কার স্তূপ, তদুপরি দূর-দৃষ্ট স্তম্ভ।
কবরিত হ'লে লোকে ভুলিবেনা তোরে।
হিংসিব না তোর সৈন্যদলে, অক্ষ নদী
অতিক্রমি তা'রা যাক ফিরে শান্তভাবে,
কি ফল আমার বল আর হত্যা করি ?
ইচ্ছা হয় উঠুক বাঁচিয়া মোর বীর-
শ্রেষ্ঠ ঘোরতর শত্রুগণ, যাহাদের—

খ্যাতি ছিল সে সময়ে মহাযোদ্ধা বলি—
মৃত্যুপথে পশিয়াছি যশের মন্দিরে।
প্রাকৃত পুরুষ আর সামান্য সৈনিক
মত যশঃহীন হ'য়ে ধরি প্রাণ যদি
তুমি প্রাণ লাভ কর। কিংবা পড়ে থাকি
রক্তময় বালি'পরে হ'য়ে হত তব
অজ্ঞাত আঘাতে, আমি মরি তুমি নয়;
সিস্তানে প্রেরিত হই আমি, তুমি নয়;
পিতা জাল করিবেন অশ্রুপাত মম
সমাধি উঁপরে, নহে তব। কহিবেন
হায় পুত্র! শোক মোর নহে গুরুতর,
স্বেচ্ছায় শমনে আলিঙ্গিলে জানি আমি।
যৌবন যাপিল মোর রণে আর রক্ত
পাতে, প্রৌঢ় কাল কাটিতেছে এইরূপে,
কভু না হইবে শেষ রক্তাক্ত জীবন।
　　কালের কবলে আসি কহিলা সোরাব
বাস্তবিক রক্তময় জীবন তোমার
প্রচণ্ড পুরুষ! তথাপি পাইবে শান্তি,
সেই দিন, যবে সমাহিয়া সাগরের
পারে তব প্রিয় প্রভু, ফিরিবে স্বদেশে

খসরুর অঙ্গ বন্ধুগণ সনে নীল
লবণাম্বু-রাশি বক্ষে বহিত্র বাহিয়া।
নিরখি সোরাব্ মুখ কহিলা রুস্তম্,
হায়! পুত্র সেই দিনই আঁসুক সত্বর,
আর হো'ক সেই জলধি গভীর অতি;
সহিব যাতনা সব নিয়তি-বিধানে,
যদবধি নাহি আসে সেই দিন মোর।
পিতৃ প্রতি হাসিয়া সোরাব্ নিল টানি
শূলখানি দেহ পার্শ্ব হ'তে, নিবারিতে
অসহ্য যাতনা, বেগে রক্ত বাহিরিল,
রক্ত-স্রোতসহ শক্তি করিল গমন।
কৃষ্ণাভ শোণিত-স্রোত হ'য়ে প্রবাহিত
হিম শ্বেত পার্শ্ব-দেশ করিল মলিন,
যেন সদ্যোবৃন্তচ্যুত ভায়লেট পুষ্প-
তন্তু, ধূলিমাখা, ফেলি গেছে নদী-তীরে
ক্রীড়াশীল শিশুগণ মধ্যাহ্ন সময়ে,
ধাত্রীর আহ্বানে যবে গৃহে ফিরে যায়।
মাথা তাঁর হ'ল অবনত, অবয়ব
হইল শিথিল, গতিহীন, শ্বেতবর্ণ;
আঁখি দু'টি হইল মুদিত, দীর্ঘশ্বাস

সমস্ত শরীর খানি ক'রে প্রকম্পিত,
ক্ষণকাল তরে জ্ঞান হইল উদয় ;
উন্মীলি নয়নদ্বয় করিলা আবদ্ধ
পিতৃমুখ পানে, যতক্ষণ শক্তি তা'র
রহে দেহে, অবশেষে আত্মা গেল ত্যজি
উষ্ণ গৃহ, যৌবন, লাবণ্য আর সুখ-
ময় পৃথিবীর তরে দুঃখ প্রকাশিয়া।
শোণিতাক্ত বালি'পরে রহিল সোরাব্,
অশ্বারোহী প্রাবরণে আচ্ছাদি বদন
প্রবীর রস্তম্ বসে মৃত পুত্র পার্শ্বে।
যেন পার্সিপোলিসের মধ্যে জেমসিদ-
প্রাসাদের সুকঠিন কৃষ্ণ প্রস্তরের
উচ্চ স্তম্ভাবলি বিচূর্ণিত হ'য়ে, আছে
পড়ি শৈলপার্শ্বে ভগ্ন সোপানের সহ।
নিস্তব্ধ মরুর মাঝে সন্ধ্যা সমাগত,
ঘেরিল তিমির এবে দুই সৈন্যদলে
আর বীরদ্বয়ে ; হিম কুহেলিকা অঙ্ক
'পরে হইল উত্থিত নিশা সমাগমে।
বিরাট সমিতি ভঙ্গ হইবার পর
যেমতি অস্পষ্ট ধ্বনি হয় উদ্‌গত

সেইরূপ শব্দ করি উভয় বাহিনী
শিবির-নিবাসে গেল,—আলো প্রজ্জলিত
হ'ল প্রতি পটবাসে. ঝিকি মিকি করে
তা'রা কুয়াসা ভিতরে ; পারসীকদল
দক্ষিণে. উন্মুক্ত প্রান্তর মাঝে আর
তাতারেরা অক্ষ-তীরে করিল ভোজন ।
রস্তম্ তাহার পুত্র রহিল তথায় ।
মহিয়সী নদী প্রবাহিয়া নিম্নদেশ,
বাহিনীর কলরব আর কুহেলিকা
ভেদি. উতরিলা তারালোক সুশোভিত
তুষার আবৃত দেশে। তার পর প্রবা
হিনী প্রফুল্লিতা. বেগে করিলা গমন
কোরাস-মিয়ার নিভৃত প্রান্তর মাঝে,
একাকী চন্দ্রিমা হাসে উপরে তাহার ।
ধাবিলা উত্তর দিকে ধ্রুবতারা পানে
কূলে কূলে জলরাশি । কৌমুদিশোভিত
নদী অতিক্রমে অরগঞ্জ. রোধে গতি
বালিরাশি। রুদ্ধ স্রোত ভিন্ন শাখা হ'বে
চলিলা তটিনী বহু দূর পথ বালি-
স্তূপ আর নলবনময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দ্বীপ মধ্য দিয়া—হ'য়ে বক্রগতি ব্যর্থ
ঘুরিতেছে, ভূলি একেবারে স্বীয় দ্রুত
গতি জন্মস্থান পামীর পর্ব্বতোপরি,
যদবধি নাহি শুনে আকাঙ্খিত উর্ম্মি
আস্ফালন, আর আরালের শান্ত, দীপ্ত,
প্রসারিত সলিল-আবাস, চন্দ্রালোকে
উদ্ভাসিত, প্রসারিছে সম্মুখে তাহার।
তল হ'তে তা'র সদ্যঃ স্নাত তারাগুলি
বাহিরিয়া উজলিল আরাল সাগর।

সমাপ্ত

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের দুইখানি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ।

রামায়ণ	সচিত্র	মহাভারত
তৃতীয় সংস্করণ	গদ্য-পদ্য	দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য আট আনা।		মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র প্রণীত।

আজ কাল যত রকম রামায়ণ মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই দুই গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্নেহের পুত্র, কন্যা, ভাই ও ভগিনীদিগকে পড়িতে দিবার এমন সুন্দর পুস্তক আর নাই।

বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনস্পেক্টর কেদার বাবু বলেন—পুস্তক দুইখানি বাস্তবিকই আদর্শ পুস্তক হইয়াছে। লিখিবার প্রণালী নূতন সুতরাং বালকদিগের বড়ই প্রীতিপ্রদ হইবে। মহাকালী পাঠশালার পণ্ডিত উপেন্দ্র মোহন কবিভূষণ বলেন:—প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতে বালক বালিকা দিগের জন্য গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় এক এক খণ্ড রাখা উচিত। এতদ্ভিন্ন হাওড়া জেলার ডেপুটি ইনস্পেক্টর শশীবাবু, বীরভূম জেলার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অমৃতবাবু, হুগলী জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর কিরণবাবু, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গিরিশবাবু, রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রামেন্দ্রসুন্দর বাবু, মিত্রইনষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক সতীশকুমার বাবু, আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক বিনয়কৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রসংশিত।

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।